আমার ঠাকুর
শ্রী শ্রী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী

— মৌমিতা সাহা

ভবানীপুরে আমার প্রথম আসা সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার বাবা স্বর্গীয় কল্যাণ ঘোষদস্তিদারের হাত ধরে, যিনি ঠাকুরের আশীষ এবং সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ঠাকুরের অবদান আমার জীবনে বলে শেষ করা যাবেনা। উনি ছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করিনা। আমার জ্ঞানে অজ্ঞানে শুধুই ঠাকুর বিরাজমান। আমার মা স্বর্গীয়া মীরা ঘোষদস্তিদার ঠাকুরের একান্ত ভক্ত ছিলেন। যদিও মা ঠাকুরকে কাছে পাননি কারণ মায়ের বিয়ের আগেই ঠাকুর দেহ রেখেছিলেন এবং সেই দুঃখেই মা অন্য কারো থেকে কোনদিন দীক্ষা নিতে পারেননি। মায়ের একটাই বক্তব্য ছিল ঠাকুরের জায়গায় অন্য কারোকে তিনি বসাতে পারবেননা। আমাদের ঠাকুর একম এবং অদ্বিতীয়ম যাঁর সাথে অন্য কারোর কোনরকম তুলনাই চলে না। মা সবকাজ মহারাজজীকে জিজ্ঞেস করে তবেই করতেন আর সেই শিক্ষা আমিও পেয়েছি মার থেকে এবং আমার মেয়ে, স্মিতাকেও আমি শিখিয়েছি যে সে যেন গুরুদেবকে স্মরণ করেই ছোট বড়ো সব কাজ করে।

আমাদের গুরুদেব সবকিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখতেন তাই প্রতীক চিহ্ন হিসেবে তুলাদণ্ডকে ব্যবহার করেছেন। আমার মা তুলাদণ্ডকে খুব মূল্য দিতেন। মা নিজে যেহেতু একজন শিক্ষিকা ছিলেন তাই ব্যালেন্স করে চলতে পছন্দ করতেন। আমাকেও সর্বদা ব্যালেন্স করে চলতে বলতেন। তখন যদিও আমি এই মর্ম বুঝিনি, কিন্তু আজ এই তুলাদণ্ডের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পেরেছি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যালেন্স করে চলা অত্যন্ত জরুরী।

বাবার মুখে শুনেছি যে ঠাকুর ছোট বড়ো সব কাজই অত্যন্ত নিপুণতার সাথে করতেন, তাঁর মতে যেকোন কাজ এমন ভাবেই করতে হবে যাতে দ্বিতীয়বার পেছন ফিরে না দেখতে হয়। মহারাজজী ছিলেন কল্পতরু, যে যা চেয়েছে উনি তারই মনোষ্কামনা পূরণ করেছেন। আমার বাবা, পিশামশাই, স্বর্গীয় নিধাক চৌধুরী, পিসতুতো দাদা, অশোক দত্ত এদের সবার মনোষ্কামনা ঠাকুর পূরণ করেছিলেন আর বলাবাহুল্য আমি স্বয়ং যার প্রতিনিয়ত সব চাওয়া, পাওয়া, দাবি, পূরণ করেই চলেছেন।

ভবানীপুরে গুরুদেবের ঘরে ঢুকলেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান। ওনার ঘরে একবার ঢুকলেই সর্ব সুখ, সর্ব শান্তি, পরম তৃপ্তি যা বলে বোঝানো যাবেনা। জীবনে কোন কিছুতেই সফলতা সম্ভব না ঠাকুরকে ছাড়া। উনিই সর্বদা আমাকে সব বাধা বিপত্তি থেকে উদ্ধার করে চলেছেন এবং জীবনের নতুন ছন্দ দেখাচ্ছেন। আমার ঠাকুর আমার জীবন, আমার বস, আমার প্রাণের বন্ধু আমার পথ প্রদর্শক, আমার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, পরম ভালোবাসার মানুষ

যাঁকে সুখে, দুঃখে, আনন্দে অভিমানে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমার পাশে চাই এবং আমি নিশ্চিত যে আমার ঠাকুর সর্বদা আমার সাথেই আছেন বলেই আমি আছি। মা বলে গেছিলেন যে আমার মতো বেপরোয়াকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারেন তিনি হলেন একমাত্র ঠাকুর শ্রী শ্রী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী। তাই গুরুর হাতেই আমাকে ছেড়ে গেছেন মা।

পরজন্ম বলে কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই, যদি থাকে তাহলে আমি যেন সাত জন্ম এই গুরুই পাই।